দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 AUG 1998 ... ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2 .....

15

বগুড়া আযিযুল হক কলেজে ছাত্রদল শিবির ব্যাপক সংঘর্ষ ॥ গুলি বোমা হল ভাংচুর ॥ পুলিশ মোতায়েন

বগুড়া, ১৬ আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)। – রবিবার বগুড়া সরকারী আযিযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় ও বোমাবাজি হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের ৬ জনসহ প্রায় ১২ জন আহত হয়। এছাড়া ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা একটি আবাসিক হলে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে বলে সাধারণ ছাত্ররা জানায়।

গত বৃহস্পতিবার ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ ও কয়েক জন আহত হওয়ার জের হিসাবে রবিবার দু'পক্ষের সংঘর্ষ বাধে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুর ১২টার দিকে এক পক্ষ ক্যাম্পাসের উত্তর দিক থেকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। এর কিছু পর পরই দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় শুরু হয়। এক পর্যায়ে শিবির পিছু হটলেও তারা বাড়তি লোকবল ও আরও সশস্ত্র অবস্থায় কলেজ ক্যাম্পাসের রেল লাইনের পার্শ্ব থেকে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালায়। এ সময় অসংখ্য ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণের ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। এ অবস্থা চলাকালে এক পর্যায়ে ক্যাম্পাসে মোতায়েনকৃত কিছু পুলিশকেও নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটতে দেখা যায়। সংঘর্ষ চলাকালে গুলি ও বোমাবাজি ছাড়াও ব্যাপক ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্তীতে ছাত্রদল ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর ছাত্র শিবির কলেজে ছাত্রদের আবাসিক হল তিতুমিরের ৫/৭টি কক্ষে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। এতে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্রের ক্ষতি হয়।

আবাসিক হলে হামলাকালে শিবিরের হাতে এক ছাত্রলীগ কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়। তার নাম সাজু। এ ছাড়া তিতুমীর হলের বয় সহ আরও একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আহত হয়। রবিবারের সংঘর্ষে বগুড়া জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল হক চৌধুরী হিরু সহ মোট ১২ জন আহত হয়েছে। ছাত্র-শিবির দাবি করেছে তাদের ৬ জন কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তবে গুলিবিদ্ধ হয়ে কারও আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। ক্যাম্পাসে বিপুল পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।